গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

ডিসেম্বর/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০১.১২.২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ২.৩০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। শুরুতে ০৯.১০.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব (ভূমি) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের ২ পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
মে/২০১৬	৭.৫০	৯.২৩	১৬.৭৩
জুন/২০১৬	১.২৮	২.২৫	৩.৫৩
জুলাই/২০১৬	০.৮৯	৫.৯৫	৬.৮৪
আগস্ট/২০১৬	১০.৩২	৪.১৫	১৪.৪৭
সেপ্টেম্বর/২০১৬	৬.৮০	১৩.৪৯	২০.২৯
অক্টোবর/২০১৬	৬.৯৫	১.৮৩	৮.৭৮
৬ মাসে মোট	৩৩.৭৪	৩৬.৯০	৭০.৬৪

উল্লেখ্য, অতি:সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ২৯.১১.২০১৬ তারিখ ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২=২০ ফুট) স্থান নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। রেল

ক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অক্টোবর/২০১৬ মাসে সর্বমোট ০৮ টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত স্থান নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করার জন্য এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১১.০১৪.১২.(অংশ-১)-৯৯৩ তারিখ ২০-৪-২০১৬ এর মাধ্যমে উভয়াঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি বিভাগের চাহিদাসহ আরো অন্যান্য মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে এতদসংক্রান্ড় Risk assessment করে উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২= ২০ ফুট) স্থান নিয়মিত র"টিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

(৪) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

(৬) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৭) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্থানসহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(৮) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট, জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন এবং আগামী সভায় বছরের আয় বৃদ্ধির সম্ভাব্য সুপারিশ উপস্থাপন করবেন।

(১০) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(১১) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিস সমূহ পরিদর্শন করবেন।

(১৪) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনকালে সব ধরনের legal protection দেয়া হবে এবং প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

(১৫) উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।

৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.০২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, অক্টোবর/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৫টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৮টি। অক্টোবর/২০১৬ মাসে মোট আদায় ১,৩৭,০৮১/-টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৮৭,০৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৫০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০,১৮,৩৫,২৮৮/-টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,১৬,৯৮,২০৭/- টাকা

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (মে/১৬ হতে অক্টোবর/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
মে/১৬	১.০৭	১.৮০	২.৮৭
জুন/১৬	৯.৫৮	১.৩০	১০.৮৮
জুলাই/১৬	০.৮৭	১.৩০	২.১৭
আগষ্ট/১৬	০.৯২	২.৪১	৩.৩৩
সেপ্টেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৫০	২.৩৭
অক্টোবর/১৬	০.৮৭	০.৫০	১.৩৭
মোট =	১৪.১৮	৮.৮১	২২.৯৯

(৩) সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে সভা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে গত ১৭.০১.২০১৬ ও ১৩.০৩.২০১৬ তারিখে এবং জিএম (পশ্চিম), রাজশাহী এর সভাপতিতে ১০.০১.২০১৬, ২৪.০৩.২০১৬ ও ০৯.০৫.২০১৬, ১৭.০৭.২০১৬, ২১.০৮.২০১৬ এবং ১৭.১০.২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৪) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত Draft Final Report এ জনবল পুনঃনির্ধারণের প্রস্ড়াব করা হয়েছে যা বর্তমানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নিরীক্ষাধীন।

(৬) সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র লেখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা(পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী জানান যে, সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হলে ১০% করের টাকা জমা দিতে হয়। এ খাতে টাকা না থাকার কারণে সাটিফিকেট মামলা দায়ের করা যাচ্ছে না। তিনি উক্ত খাতে টাকা বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
(৬) সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হবে।
(৭) সাটিফিকেট মামলা দায়ের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বাজেট বরাদ্দ মৌজা ও আঞ্চলিক ভিত্তিক বন্টন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার দাবী অনুযায়ী পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান আছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট প্রাপ্য অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র লেখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ২০.১০.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ২০০৫ সালের পর হতে হাল সন পর্যন্ড় ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী ও ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ, বকেয়ার পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা হতে বিভিন্ন সংস্হার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পাওয়া অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে।
(২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।
(৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection এর ব্যবস্থ্য করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০৪। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (ভূমি) জানান যে, বিষয়টি সুরাহার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৭.০৬.২০১৬ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরও একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারী পত্র লেখা প্রক্রিয়াধীন আছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন সংলগ্ন রেলভূমিতে জেট ফুয়েল সাইডিং লাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণের লক্ষ্যে আপাতত ৬০ ফুট জায়গার দখল বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশিণ্টষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝে দেয়ার জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার জন্য এ দপ্তরের ২৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে জমির মালিকানা সংক্রান্ড় বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । উক্ত সভার সিদ্ধান্ড় অনুচ্ছেদ-১০(ক) এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী, বেবিচক এবং প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৮.০৫.২০১৬ তারিখে সংশিণ্টষ্ট সাইট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), চট্টগ্রাম ২৬.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে Record of Discussion এ দপ্তরে প্রেরণপূর্বক পুনরায় আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানান। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০২.০৬.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সহসাই একটি আন্ড়ঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের জন্য সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
(২) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.০৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।
আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, টিএলআর নিয়োগ সংক্রান্ড় জটিলতা নিরসনের সুপারিশ প্রদান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্র"ত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ড় বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশিণ্টষ্ট। এ ব্যাপারে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার মাধ্যমে মাননীয় এটর্ণী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগের অগ্রগতি জানানোর জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নব-নিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে।
সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদের বিপরীতে ২৫৭ জনকে গত ৩০-০৬-২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫০ জন এএসএম আরটিএতে প্রশিক্ষণরত আছে। তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হলে অবশিষ্ট ১০৭ জনকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হবে।
এছাড়া ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদে ছাড়পত্রের বিপরীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৩ ক্যাটাগরির মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন আছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ড় তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ২৫৭ জন এএসএম নিয়োগের পর প্রকৃত শূন্য পদের তথ্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণের নিকট হতে পাওয়া গেছে যা বর্তমানে

পরীক্ষাধীন আছে। প্রকৃত শূন্য পদের সংখ্যা নির্ণয় করে অবিলম্বে ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হবে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রকল্পসমূহে টিএলআর নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ

(ক) অতিরিক্ত সচিব(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়- আহবায়ক

(খ) যুগ্ম-মহাপরিচালক(মেক), বাংলাদেশ রেলওয়ে-সদস্য ।

(গ) সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম-সদস্য ।

(২) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেক), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

৪.০৬। ক্যাডার কম্পোজিশন র‍ুলস প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) শাখা জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে প্রাপ্ত ক্যাডার কম্পোজিশন র‍ুলস ও নিয়োগ বিধি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) এ বিষয়ে দ্র‍ুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(২) ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের প্রক্রিয়া যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত) মনিটরিং করবেন।

৪.০৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

অডিট শাখার সহকারী সচিব জানান যে, সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৭২১টি, সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১১টি। সেপ্টেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৭২১টি । সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৮৯টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৬টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি, নিষ্পত্তিকৃত- ১১টি।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২৮.০৯.২০১৬ হতে ২৪.১১.২০১৬ তারিখ পর্যন্ড় ৬৩ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৭.০৯.২০১৬ তারিখে দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ০৬/১১/২০১৬ ও ১৩/১১/২০১৬ তারিখে জিএম/পশ্চিম/পূর্ব দপ্তরে ০২ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অডিট আপত্তি সংক্রান্ড় তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.০৮। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি বিআর জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০১৬ এর জের ০৪টি , অক্টোবর/২০১৬ মাসে নতুন কেইস ০১টি এবং নিষ্পত্তি ০১টি। অক্টোবর/২০১৬ এর জের ০৪টি। পেনশন কেসসমূহে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.০৯। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)(শৃঙখলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি। চলতি মাসে শুরু হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪০টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৬টি । ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি । অনিষ্পন্নকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫১টি

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসের জের ৩০০ টি, অক্টোবর/১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৩০টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩২টি। অক্টোবর/২০১৬ মাসের জের ২৯৮ টি। যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশিণ্টষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১০। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।
সভাপতি সকলকে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।
(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।
(৩) কর্মকর্তাগণ ঢাকার বাহিরে পরিদর্শন শেষে দ্র ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১১। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। অত্র মন্ত্রণালয়ে e-filing system চালু করার জন্য প্রশিক্ষণ সম্পাদন হয়েছে। অতিশীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে।
ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দ্বারা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে এবং আপডেট কার্যক্রম চলমান আছে। গত ১৪.০২.২০১৬ হতে ১৬.০২.২০১৬ এবং ২৩.০২.২০১৬ হতে ২৫.০২.২০১৬ পর্যন্ড় ২ দফায় রেলভবন ঢাকায় কর্মরত ২০+২০ = মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে e-filing system NESS (National E-Service System এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় সিএসটিই (টেলিকম) রেলভবন, দপ্তরের সংশি- ষ্ট শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণসহ পরীক্ষামূলক e-filing system (NESS) চালু করা হয়েছে।
পরবর্তীতে NESS এর নতুন ভার্সন (www.nothi.gov.bd) এর তথা নতুন ই-ফাইল বাস্ড়বায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা e-filing system এর উপর এক্সেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রোগ্রাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১৭/১০/১৬ থেকে ২০/১০/১৬ তারিখ পর্যন্ড় ০৪ দিনব্যাপী পুনরায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে রেলভবন ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তাগণের শীঘ্রই পুনরায় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে নতুন ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সকল স্ড়রের কর্মকর্তাকে Corporate ই-মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে । সিএসটি, টেলিকম সভায় আরো জানান যে, National E-Government Procurement এর আওতায় E-Government প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বিধায় সংশি- ষ্ট দপ্তর e-gp কার্যক্রম শুর করতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।
(২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(৩) মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত থাকায় অবিলম্বে e-gp কার্যক্রম শুর করতে হবে।

(৪) অতি শীঘ্র জিএম(পূর্ব) ও জিএম (পশ্চিম) এর কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের এ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে মতামত প্রদানের নিমিত্ত একটি মন্তব্য কলাম যোগ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (উঃ ও পঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। রেলওয়ে পুলিশের কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান, ২০১৩ ও ২০১৫ সালে বিএনপি জামায়াত কর্তৃক সরকার বিরোধী আন্দোলনের সময় রেলওয়ে পুলিশের অধিক্ষেত্রে ট্রেনের বগি পোড়ানোর অপরাধে ১৮টি মামলা রুজু হয়। মামলাগুলো তদন্তশেষে ১৭টি মামলায় সংশ্লিষ্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং ১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ পত্র দাখিলকৃত ১৭টি মামলার মধ্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা হতে ১০টি এবং সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা হতে ৭টি মামলায় অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলায় উক্ত বিষয়ে ২০১৩ সালে ৯টি এবং ২০১৫ সালে ১টি মোট= ১০টি মামলার মধ্যে পুলিশ কর্তৃক ৬টি এবং সিআইডি কর্তৃক ৪টি মামলার তদন্ত করা হয়। সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলায় উক্ত বিষয়ে ২০১৩ সালে ৬টি এবং ২০১৫ সালে ২টিসহ মোট = ৮টি মামলার মধ্যে ৭টি মামলায় অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে। এবং ১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য দাখিল করা হয়। চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলকৃত মামলাটি ঘটনার সহিত জড়িত অপরাধী অজ্ঞাত হওয়ায় এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় চূড়ান্ত রিপোর্ট সত্য দাখিল করা হয়। চার্চশীটকৃত ৭টি মামলা চার্জ গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে।

তিনি আরো জানান, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদে অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শকের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল এবং হিসাব বিভাগের টিটিইগণের ২০১৬ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী উপস্থাপন করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপি'র আবাসনের জন্য উন্মুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশিণ্টষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাল টিকেটের র‍্যাট খুজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মামলা সমূহের ট্রায়াল বিষয়ক মনিটারিং কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(২) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।
(৩) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৫) আরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৭) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) আরপির আবাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
(৮) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৯) জাল টিকিট এর উৎস খুঁজে বের করে জড়িতদের বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(১০) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
(১১) নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।
(১২) রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রধান প্রধান স্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১৩) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাড়াতে হবে ।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.১৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

৪.১৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয়, প্রতিবেদনাধীন মাসে কোন অভিযোগ বা চিঠি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।
(২) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং প্রতিবেদন উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৫। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কার্টিং সমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মোট ১৪৬ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে এবং আরো ৫ টি মতামত প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিংয়ের বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। কে. পি. আই

আলোচনাাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কেপিআই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৭। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, আন্ড়ঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার অক্টোবর/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৮৯%, ৮০%, ৮৪% । সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসে আন্ড়ঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৮৯.২৫%, ৮১%, ৮৫.২৫% । বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি গুর"ত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে অক্টোবর/২০১৬ মাসে মোট ৮৮টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৪৮৪৩ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসে মোট ৭৮টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৪৩০০ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল। গত তিন মাসের ট্রেনের নিয়ামানুবর্তিতার হার সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহনণ নিশ্চিত করবেন।
(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
(৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মাসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিকাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৮। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ ইং তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজ চলছে। গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Final Report পেশ করেছে। যা ইতোমধ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে Railway Act 1890 সংশোধন হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

জিআইবিআর হতে জানানো হয়েছে যে, নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.১৯। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/১৬ ও অক্টোবর/১৬ মাসে যথাক্রমে পূর্বাঞ্চলে মোট ৬১২ টি ও ৬৬৭ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ৩৯১ টি ও এমজিতে ৯০ টি এবং বিজিতে ৫১৯ টি ও এমজিতে ৭০ টি মোট ৪৮১ টি এবং ৫৮৯ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে।
এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণ কে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেন সমুহের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত অক্টোবর/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১৭ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২০। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, (১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্ড়বায়নে সর্বোচ্চ গুর"ত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বার্ষিক কর্মম্পাদন চুক্তিতে উলেণ্ঢখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.২১। বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যাত্রী মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই-অক্টোবর ২০১৬ মাসে ৩৮৫.৭৯ কোটি টাকা আয় হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে।
(২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচি বাস্ড়বায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। বাজেট প্রাপ্তি এবং প্রাক্কলন বিবেচনায় ০৩ (তিন) টির স্থলে ৪ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিয়া ক্লাশর"মে উন্নীত করার প্রস্ড়াব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৩.০৮.২০১৬ ইং তারিখে আরটিএ বিওডি সভায় বাস্ড়বতার নিরিখে প্রস্ড়াবিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী (কর্মচারী) হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রিসোর্স পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নব-নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তেরী করা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য প্রথম পর্বে ১৪০ জন সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার গনের মৌলিক কোর্স ২৮.০৮.২০১৬ ইং তারিখে শুর"

হয়েছে এবং ২৯-১২-২০১৬ তারিখ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পিপিআর এবং প্রজেক্ট মেনেজমেন্ট এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৩) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে।

(৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৭) ভবিষ্যতে নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে।

(৮) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

(৯) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।

৪.২৩। জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্ড়বায়নের জন্য খসড়া Action Plan গত ৩১/৩/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নতুন Goals এবং Target সংযোজনপূর্বক পূর্বে প্রণীত খসড়া Action Plan টি update করতঃ ২৫/১০/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া Action Plan চূড়ান্ড়করণের পাশাপাশি তা বাস্ড়বায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৪। বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহ সাব-লেট প্রদানের বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

আলোচনাঃ

ডিজি,বিআর জানান যে, রেলওয়ে বাসায় অননুমোদিত অতিবাসের কারণে সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে দন্ড হারে বাসা ভাড়া আদায়সহ প্রয়োজনে রেলওয়ে বাসা হতে সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে/হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান রেলওয়ে বাসায় কোন সাব-লেট নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের বাসা বরাদ্দ নিয়ে সাব-লেট প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নকরত তদন্ড়পূর্বক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেলওয়ের কোয়াটার গুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্রগাম/রাজশাহী-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাবলেট প্রদানকারীদের বির"দ্ধে তদন্ত পূর্বক তালিকা করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে
হবে।

(২) রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৫। রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্তঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি জানান যে, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, রেল দুর্ঘটনার কারণ/সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশ সম্বলিত তৎকালীন জেডিজি (মেক) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত রোলিং স্টাফ রানিং রুম সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডিপিপি প্রণয়নের কার্য চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। রেল দুর্ঘটনার কারণ/সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশ সম্বলিত তৎকালীন জেডিজি (মেক) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখিত রোলিং স্টাফ রানিং রুম সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব